আমার দেশ

ডাকসু নির্বাচন

নির্বাচন নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে সোমবার বক্তব্য দেন ঢাবি উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান ©আমার দেশ

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ঢাবি উপাচার্য

নির্বাচনকে উৎসবমুখর করে তোলো, নির্ভয়ে ভোট দিতে আসো

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান।

গতকাল সোমবার বিকাল পৌনে ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে প্রচারিত এক ভিডিও বার্তায় তিনি শিক্ষার্থীদের নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে এসে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

উপাচার্য বলেন, 'ডাকসু নির্বাচন তোমরা গভীরভাবে প্রত্যাশা করেছ। গণঅভ্যুত্থানের মৌলিক মূল্যবোধগুলোর সঙ্গে এটি সংগতিপূর্ণ। গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমন্বিত ভয়েস তৈরি করার জন্যই এ আয়োজন। তোমরা নির্ভয়ে ভোট দিতে আসবা, আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি।'

তিনি জানান, প্রায় ১১ মাসের দীর্ঘ প্রস্তুতির পর নির্বাচনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ৪০ হাজার ভোটারের জন্য আটটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে। স্বচ্ছতা নিশ্চিতে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা, তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত পোলিং কর্মকর্তা। একই সঙ্গে ভোট গণনা প্রক্রিয়া টেলিভিশন ক্যামেরার মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

প্রার্থীদের উদ্দেশে উপাচার্য বলেন, নির্বাচনে কেউ বিজয়ী হবে, কেউ হবে পরাজিত। তবে দু'পক্ষেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করতে প্রত্যেক প্রার্থীই অবদান রাখছেন। তিনি আরো বলেন, 'সারা দেশের মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের শুভকামনাকে আমরা পাথেয় করেছি। একটি ভালো নির্বাচন ঢাবি ও সমগ্র জাতির জন্য বড় উদাহরণ তৈরি করবে।'

প্রথম আলো

সাক্ষাৎকার

লুকানোর কিছু নেই, সবাই ক্যামেরার অধীনে থাকব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ আজ মঙ্গলবার। ভোটের আগের দিন নিজের কার্যালয়ে নির্বাচনের নানা বিষয় নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন উপাচার্য অধ্যাপক **নিয়াজ আহমেদ খান**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **রাজীব আহমেদ ও মেহেদী হাসান**।

নিয়াজ আহমেদ

প্রথম আলো : ডাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছিল ২০১৯ সালে। সেটা ছিল বিতর্কিত। এর আগে নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালে। এবারের নির্বাচনটি ঐতিহাসিক। এই নির্বাচন আয়োজন করতে গিয়ে কী অভিজ্ঞতা হলো?

নিয়াজ আহমেদ খান : নির্বাচনটি প্রকৃত অর্থেই ঐতিহাসিক। স্বাধীনতার পরে এ ধরনের উদ্যোগ মাত্র আটবার নেওয়া হয়েছে। অতীতে বেশির ভাগ সময় প্রশাসন ওই পথে হাঁটেনি। আমরা ডাকসু নির্বাচন আয়োজন করলাম মূলত তিনটি কারণে।

প্রথমত, এটি প্রকৃত অর্থেই সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রাণের দাবি। তাঁদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ব্যাপক। সারা দেশের মানুষও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মৌলিক মূল্যবোধ হলো মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের চর্চা।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

» ডাকসু নির্বাচনের আরও খবর ও ছবি পৃষ্ঠা ৩
» সম্পাদকীয় ও নিবন্ধ পৃষ্ঠা ৮

লুকানোর কিছু নেই, সবাই ক্যামেরার অধীনে থাকব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই গণতন্ত্রের চর্চাকে এগিয়ে নিতে চেয়েছি। তৃতীয় কারণ, নানা রকম সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ভালো ঐতিহ্য রেখে যেতে চাই।

ডাকসু নির্বাচন আয়োজনে আমরা ১১ মাস ধরে ব্যাপক পরিশ্রম করেছি। অংশীজনদের সঙ্গে বহু বৈঠক করেছি। সব মিলিয়ে আমাদের একটি ভালো প্রস্তুতি আছে। কিছু আশঙ্কাও আছে।

প্রথম আলো : আশঙ্কার বিষয়ে আমি পরে জানতে চাইব। আগে জানতে চাই, উদ্যোগটি আপনার, নাকি শিক্ষার্থীদের চাওয়ার কারণে; নাকি সরকারের পক্ষ থেকে ডাকসু নির্বাচন আয়োজন করতে বলা হয়েছে?

নিয়াজ আহমেদ : মোটিভেশন (অনুপ্রেরণা) মূলত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এসেছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর হলে হলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের মূল দাবির একটি ছিল ডাকসু নির্বাচন আয়োজন। এর বাইরে আমরা মনে করি, এটি গণ-অভ্যুত্থানের প্রতি একরকম সম্মান জানানোর সুযোগ।

সরকারের ক্ষেত্রে আপনার প্রশ্নের জবাবে আমি পরিষ্কার করে বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন ছাড়া আমরা সরকারের কাছে ধরনা দিই না। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলছি, সরকারি সহায়তা ছাড়া এত বড় একটি প্রতিষ্ঠান চালানো কঠিন। ডাকসু নির্বাচন আয়োজনে আমরা সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছি। কিন্তু আমি তাদের দ্বারা কোনোভাবেই প্রভাবিত নই।

প্রথম আলো : আপনি একটু আগে আশঙ্কার কথা বলছিলেন। আপনার চোখে আশঙ্কা কী কী?

নিয়াজ আহমেদ : এ ধরনের একটি আয়োজনে তো আসলে 'ফুল প্রুফ' (কোনো ধরনের আশঙ্কাহীন) বলে কোনো কিছু নেই। এটা আপেক্ষিক বিষয়। এ মুহূর্তে বড় দাগে কোনো আশঙ্কা আমরা দেখছি না। কিন্তু এ ধরনের কাজে কিছু আনফরসিন ফ্যাক্টর (অনুমান করা যায় না) থাকে, যা সব সময় নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তবে ডাকসু নির্বাচনকে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও আনন্দঘন করার জন্য আমাদের সামনে যা কিছু আসছে, সেসব বিষয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছি।

আমি বিনীতভাবে দু-একটি উদাহরণ তুলে ধরব, যা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের স্মরণকালের ইতিহাসে হয়নি। এবার ভোট গ্রহণে ৮১০টি বুথ রাখা হয়েছে। সাধারণত বুথের সংখ্যা থাকে ৩০০ থেকে ৩৫০-এর মধ্যে। আমরা প্রথমবারের মতো সব বিতর্ক এড়াতে ভোটকেন্দ্র হলের বাইরে নিয়ে এসেছি। অনেক সিসিটিভি (ক্লোজড সার্কিট) ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ভোট গণনার সময় প্রার্থীদের প্রতিনিধিরা থাকবেন। নির্বাচন কমিশনের লোকজন থাকবেন। সাংবাদিকদেরও রাখা হবে। পাশাপাশি বাইরে ইলেকট্রনিক পর্দায় তা দেখানো হবে। নির্বাচন কমিশনে তুলনামূলক গ্রহণযোগ্য লোকদের নেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি, তুলনামূলক বিবেচনায় আমাদের প্রস্তুতি ব্যাপক এবং বিস্তারিত।

ডাকসু নির্বাচন আয়োজনে নানা প্রতিকূলতা ছিল। সেসব কথা আমরা বলছি না। কারণ, তা অতিক্রম করে এ পর্যন্ত এসেছি। আমার শেষ কথা হলো, আমরা আল্লাহর নামে এগোচ্ছি। মানুষের শুভবুদ্ধির ওপরে আমরা এখনো বিশ্বাস রাখছি। শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সমর্থন এবং তার সঙ্গে এখন মনে হচ্ছে সারা দেশ আমাদের সঙ্গে আছে—এদিকে আমাদের জন্য বিরাট ভিত্তি হিসেবে ধরছি। শুধু দৈবের ওপর নির্ভর না করে আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যা যা করা সম্ভব, তার প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়েছি। আমার ব্যক্তিগত কোনো এজেন্ডা নেই।

প্রথম আলো : প্রার্থীদের কেউ কেউ অভিযোগ করছেন, ভোটের দিন ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ভোটের ফল পাল্টে দিতে অপকৌশল) হতে পারে।

নিয়াজ আহমেদ : প্রথম কথা হচ্ছে, আমাদের লুকানোর মতো কিছু নেই। এ অভিযোগের উত্তরের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন সাংবাদিকেরা। তাঁদের চোখের সামনে সবকিছু হবে। আমরা সবাই আপনাদের ক্যামেরার অধীনে থাকব। এ পরিস্থিতিতে কেউ রিগিং (কারচুপি) করার সাহস করবে না। ভোট গণনার সময় প্রার্থীদের এজেন্টরা (প্রতিনিধি) থাকবেন। প্রার্থী মিশ্র, কেউ কোনো ছাত্রসংগঠনের সদস্য, কেউ কেউ স্বতন্ত্র। তাঁদের সবাইকে ম্যানেজ করে ভোট গণনায় কারচুপি করা অসম্ভব। পাশাপাশি শিক্ষকেরা থাকবেন। একটু দূরেই নির্বাচন কমিশনের লোকজন সশরীর থাকবেন। এর মধ্যে ম্যানিপুলেশনের (কারসাজি) আশঙ্কা আসলে খুবই কম। তারপরও প্রয়োজন হলে যেকোনো কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা, বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়া আছে।

প্রথম আলো : নিরাপত্তা পরিস্থিতি কী? সেনাসদস্যদের নিয়োগের একটা কথা বলা হয়েছিল। তাঁরা তো আসবেন না।

নিয়াজ আহমেদ : প্রথম কথা হচ্ছে, সেনাবাহিনী মোতায়েনের আলোচনাটা মূলত এসেছিল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে প্রার্থী, সাংবাদিক ও হল প্রশাসনের একটি মতবিনিময় সভায়। তবে এটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আসেনি। সেনাবাহিনীর তিনটি ক্যাম্প অনেক দিন ধরেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রয়েছে এবং তা নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ। আমাদের যদি কোনো সহায়তা লাগে, তা সেনাবাহিনীর কাছে বলার মতো ব্যবস্থাপনা আমাদের নিয়মিত কাঠামোর মধ্যেই আছে। এর সঙ্গে ডাকসু নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আমি এমন কোনো আশঙ্কা দেখছি না যে সেনাবাহিনীর সহায়তা নেওয়ার প্রয়োজন হবে।

প্রথম আলো : সব ভোটার কি ভোট দিতে আসতে পারবেন? কাউকে কোনো 'ট্যাগ' দিয়ে মারধর করার ঘটনা ঘটবে না তো?

নিয়াজ আহমেদ : আমরা ১১ মাস উদয়াস্ত পরিশ্রম করলাম। আক্ষরিক অর্থেই আমাদের সহকর্মীদের অনেক বিনিদ্র রাত কেটেছে। এটা আমরা কেন করলাম? কারণ, আমাদের শিক্ষার্থীরা এটা চেয়েছেন। এটা তাঁদের অনুষ্ঠান। আমরা আয়োজনটা করে দিয়েছি। আমরা কাল (মঙ্গলবার ভোটের দিন) তাঁদের বরণ করে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। তাঁদের অনুষ্ঠানে তাঁদেরই আনন্দের সঙ্গে আসতে হবে। এর আগে অনেক জটিল পরিস্থিতি আমরা মোকাবিলা করে এখানে এসেছি। এখন তো বরং তুলনামূলকভাবে আমাদের ভালো সময়। এ সময় তো স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের পথে কোনো বাধা নেই। আমরা চাই, অভিভাবকেরা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করুক। আমরা সবাই মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি মাইলফলক তৈরি করতে চাই। জাতি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রথম আলো : আমরা দেখছি, প্রার্থীরা অনেক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ভোটের পর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য জয়ী প্রার্থীরা চাপ দেবেন আপনাকে। এক বছরে পূরণের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগুলো কতটা বাস্তবসম্মত বলে আপনি মনে করেন?

নিয়াজ আহমেদ : প্রার্থীদের প্রতিশ্রুতিতে কিছুটা আবেগ রয়েছে। দীর্ঘদিন পরে এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনের সময় আবেগের স্ফুরণ থাকাটা অস্বাভাবিক বলে মনে করছি না। প্রশাসন আর ডাকসুর বিপরীত কোনো কিছু না। সুতরাং আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করতে থাকব। বাস্তবানুগভাবে যত দূর করা সম্ভব, সেটা করব। আমরা তো বেশ কিছু কাজ এমনিতেই করছি। এখন আরও সহজ হবে। কারণ, আমি পরিষ্কারভাবে জানব, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধি কারা।

প্রথম আলো : পদাধিকারবলে ডাকসুর সভাপতি হিসেবে উপাচার্যের ক্ষমতা কমানোর কথা ছিল। কমল না কেন?

নিয়াজ আহমেদ : কথাটি পুরোপুরি সত্য নয়। আমি এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের একক ক্ষমতা কমিয়ে ফেলার পক্ষে। সে জন্য দুটি জিনিস করেছি। এক. আমি সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম (জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা দল) তৈরি করে সেটি সিন্ডিকেটে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছি। এই ফোরামটা আগে ছিল না। উপাচার্য এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কোনো সিদ্ধান্ত এককভাবে নিতে পারেন না। সুলতান সুলেমানের (ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সুলতান) মতো ক্ষমতা এখন আর উপাচার্যের নেই। দুই. উপাচার্যের আর্থিক ক্ষমতা কমানোর জন্য একটা প্রস্তাব ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে, যাতে তিনি এককভাবে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের বেশি আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে না পারেন। কিছুদিনের মধ্যেই এটি সিন্ডিকেটে যাবে।

এখন আসেন ডাকসু প্রসঙ্গে। ইতিহাসে হয়নি, এ রকম দুটি ঘটনা ঘটেছে। এখন উপাচার্যের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করা যাবে। এবং সেই অভিযোগ সিন্ডিকেট শোনার পর তারা যদি মনে করে, এটি মামলাযোগ্য, তাহলে সেটা আদালতে নেওয়া যাবে। দুই. ডাকসু-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত উপাচার্য একা নিতে পারবেন না। সিন্ডিকেটের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। ফলে উপাচার্য যে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন, এখন সেটা আর একক নেই।

প্রথম আলো : ডাকসু নির্বাচন কি প্রতিবছর হবে?

নিয়াজ আহমেদ : আমরা এটাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে যেতে চাই, যাতে ভেতর থেকেই একটা 'টেম্পো' (গতি) আসে। আমাকে যদি ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করেন, আমি বলব ডাকসু নির্বাচন আমাদের নিয়মিত ক্যালেন্ডারের অংশ হয়ে যাওয়া উচিত। এবং সেটি শুধু লিখে দেওয়ার ব্যাপার না। এ জন্যই ভেতর থেকে একটা 'টেম্পো' তৈরির কথা বলছি।

প্রথম আলো : শুধু 'টেম্পোর' ওপর নির্ভর না করে আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি করা যায় কি?

নিয়াজ আহমেদ : আইনি বাধ্যবাধকতা তো আগে থেকেই রয়েছে। মানা হয়নি। এটা আসলে নির্ভর করে আপনার মানসিকতা আছে কি না, তার ওপর।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

মো. আবিদুল ইসলাম

সাদিক কায়েম

উমামা ফাতেমা

আবদুল কাদের

শামীম হোসেন

তাসনিম আফরোজ ইমি

শেখ তানভীর বারী হামিম

এস এম ফরহাদ

মেঘমল্লার বসু

আবু বাকের মজুমদার

ডাকসু নির্বাচন ২০২৫

ডাকসুতে ভোট উৎসব আজ । দৃষ্টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

ইতিহাস গড়বেন কারা

আকতারুজ্জামান, শরিফুল ইসলাম সীমান্ত ও ছাবিরুল ইসলাম

সব শঙ্কা আর জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলবে এই নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। আগামী এক বছরের জন্য বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে স্মৃতিবিজড়িত এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের কে হবেন কান্ডারি, ভোটযুদ্ধে সে উত্তর মিলবে আজ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটার ছাত্রছাত্রীরা ব্যালটের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত করবেন তাঁদের প্রতিনিধিদের। ক্যাম্পাসের চায়ের আড্ডা থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়ার সব চুলচেরা বিশ্লেষণের অঙ্কটাও মিলবে আজ। ছয় বছরের অপেক্ষা শেষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৩৮তম এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

মোট ভোটার ৩৯,৮৭৪

ভিপি প্রার্থী ৪৫

জিএস প্রার্থী ১৯

ঢাবিতে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তাব্যবস্থা —জয়ীতা রায়

ইতিহাস গড়বেন কারা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] ডাকসু নির্বাচন। এ বছর ডাকসুর ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪৭০ জন প্রার্থী। ১৮টি হলের প্রতি হল সংসদে ১৩টি করে মোট ২৩৪টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১ হাজার ১০৮ জন। নির্বাচনে মোট ভোটার রয়েছেন ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। ৮টি কেন্দ্রের ৮১০টি বুথে ভোটাররা ডাকসু ও হল সংসদের মোট ৪১টি পদে ভোট দেবেন। এজন্য ভোটাররা সময় পাবেন ৮ মিনিট।

প্রতি বছর ডাকসু নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও এর আগে ২০১৯ সালে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল দীর্ঘ ২৮ বছর পর। নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি) পদে আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের (বর্তমানে নিষিদ্ধ) প্রার্থী পরাজিত হওয়ার পর আর ডাকসু নির্বাচন দিতে সাহস করেনি স্বৈরশাসক হাসিনার আজ্ঞাবহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। হাসিনা দেশ ছেড়ে পালানোর পর অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে আজ নির্বাচন হচ্ছে ডাকসুর। ছয় বছর পর এ নির্বাচন আয়োজনে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী ও ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার কমতি নেই।

এই নির্বাচন যেমন তোলপাড় সৃষ্টি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, তেমনিভাবে সারা দেশের মানুষ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডাকসু নির্বাচনের দিকে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ভিপি ও জিএস পদে এবারের লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। সহসভাপতির শীর্ষ এই পদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের আবিদুল ইসলাম খান, ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম ও স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যের উমামা ফাতেমার মধ্যেই মূল লড়াই হবে। শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সরব থাকা প্রার্থীদের পক্ষেই ভোটাররা তাঁদের সমর্থন দেবেন এমনই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন ভোটাররা।

গতকাল সরেজমিনে ক্যাম্পাসে দেখা গেছে, ডাকসু নির্বাচন ঘিরে পুরো ক্যাম্পাসজুড়ে ছিল ভোটের আমেজ। সকাল থেকে গভীর রাত অবধি ডাকসু ভবনের সামনে ছিল শিক্ষার্থীদের আনাগোনা। প্রচার-প্রচারণার সময় শেষ হওয়ায় প্রার্থীদের গতকাল দেখা যায়নি কোনো নির্বাচনি প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে। তবে বেশ কয়েকজন প্রার্থীকে মধুর ক্যানটিনের সামনে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করতে দেখা গেছে। সেখানে সংবাদ সম্মেলন করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরাও।

তথ্যমতে, ডাকসুর ভোট গ্রহণে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। মোট ৮টি ভোট কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে অনুষ্ঠিত হবে ভোট গ্রহণ। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই ছাত্র সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ক্যাম্পাসের প্রবেশপথগুলোতে সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন বিএনসিসি ও রোভার স্কাউটের সদস্যরাও। গত রবিবারই নির্বাচনি প্রচারণা শেষ হওয়ায় প্রার্থীরা শেষ মুহূর্তে গতকালও তাদের প্রচারণা চালিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানা গেছে, ৫৭ শতাংশ ছাত্রী এবং ৩৪ শতাংশ ছাত্র ক্যাম্পাসের বাইরে থাকেন। এই অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের ভোট ব্যাপক প্রভাব ফেলবে ডাকসু নির্বাচনের ফলাফলে। তবে শঙ্কা রয়েছে তাঁদের ভোট প্রদানের আগ্রহ নিয়ে। বিশেষ করে অনাবাসিক নারী শিক্ষার্থীদের ভোট নিয়ে আগ্রহ তুলনামূলক কম। তবে ছাত্রী হলগুলোতে বিভিন্ন প্রার্থীরা জোরেশোরে নির্বাচনি প্রচার চালানোয় ভোটে অংশগ্রহণ বাড়বে বলে ধারণা করছেন প্রার্থীরা। তাঁদের ধারণা যদি ৯০ শতাংশের বেশি ভোট কাস্টিং হয় তবে বদলে যাবে ইতোপূর্বে তৈরি হওয়া সব সমীকরণ। কারণ নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন মহলের জরিপ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে ভোটারদের মধ্যেও।

ডাকসু নিয়ে প্রত্যাশার কথা জানতে চাইলে রোকেয়া হলের শিক্ষার্থী শামিম আরা আক্তার গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভোট দিয়ে যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচিত করবে। নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে এমনই প্রত্যাশা। আমরা চাই প্রতি বছর নিয়মিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক, আমাদের প্রতিনিধি হয়ে সংসদে কেউ আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলুক।'

আজ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলবে ডাকসুর ব্যালট যুদ্ধ। এরপর শুরু হবে ভোট গণনা। প্রতিটি কেন্দ্রে আলাদা করে ফল প্রকাশ করা হবে। এরপর নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয়ভাবে পুরো ফলাফল প্রকাশ করবে। সব মিলিয়ে চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে হতে পারে মধ্যরাত পর্যন্ত।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে কোনো ধরনের গুজবে কান না দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভোট কেন্দ্রে আসার আহ্বান জানিয়েছেন এই নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। নির্বাচন ঘিরে কোনো ধরনের গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। শিক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে যাতায়াত নিশ্চিতে বিশেষ চক্রাকার শাটল সার্ভিস চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আজ সকাল ৭টা ৪৫ মিনিট থেকে বিকাল ৫টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত শাটল সার্ভিস চলবে। ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে আজ পুরো দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রোরেল পরিচালনাকারী কোম্পানি ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। এ ছাড়াও নির্বাচন ঘিরে গতকাল রাত ৮টা থেকে শুরু হওয়া টানা ৩৪ ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রবেশপথ সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে, যা আগামীকাল বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথ (শাহবাগ, পলাশী, দোয়েল চত্বর, শিববাড়ি ক্রসিং, ফুলার রোড, উদয়ন স্কুল ও নীলক্ষেত) সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ আইডি কার্ডধারী শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সাংবাদিকরা প্রবেশ করতে পারবেন।

নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান উপাচার্যের : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের নির্ভয়ে ভোট দিতে বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপাচার্য বলেন, ডাকসু তোমরা চেয়েছ; গভীরভাবে প্রত্যাশা করেছ; গণঅভ্যুত্থানের মৌলিক মূল্যবোধগুলোর সঙ্গে এটি সংগতিপূর্ণও। গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য সমন্বিত একটি প্রাতিষ্ঠানিক ফোরাম তৈরি করার জন্য এটা জরুরি। গুরুত্বপূর্ণ এসব মূল্যবোধকে তুলে ধরার জন্য ডাকসু নির্বাচন। নির্ভয়ে তোমরা ভোট দিতে আসবা, আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি।

গতকাল বিকালে এক ভিডিওবার্তায় তিনি এ আহ্বান জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এ ভিডিওবার্তা দেওয়া হয়। উপাচার্য বলেন, সারা দেশ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা শুভ কামনা জানাচ্ছেন। এখন একটি ভালো নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের উত্তরণের প্রক্রিয়াকে, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে যে কাজ করছে, তাতে তোমরা তোমাদের ভূমিকা পালন করবে, সেটাই প্রত্যাশা করছি। তিনি আরও বলেন, ভোট কেন্দ্রে আমাদের নারী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। তারা নির্ভয়ে এসে ভোট দিতে পারবে। সারা দেশ তোমাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সেই বিশ্বাসের প্রতিদান তোমরা দেবে।

ডাকসু নির্বাচন সিসি ক্যামেরায় মনিটর করা হবে : ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে পুরো পরিস্থিতি সিসি ক্যামেরায় মনিটর করা হবে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যথেষ্ট নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখন ক্যাম্পাসে ১ হাজার ৭৭৬ জন পুলিশ নিরাপত্তায় কাজ করছে। আগামীকাল (মঙ্গলবার) ২ হাজার ৯৬ জন সদস্য থাকবে। এর বাইরে র‌্যাব, বিজিবিসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও থাকবে। গতকাল বিকালে ডিএমপিতে নিরাপত্তাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ শেষে তিনি এ কথা জানান। ডিএমপি কমিশনার জানান, সোমবার রাত ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে লাইসেন্সধারী অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না। এ সময়ের মধ্যে ক্যাম্পাসে অস্ত্র বহন করা হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

ডিএমপির বিশেষ নির্দেশনা : এর আগে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ডিএমপির পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের জন্য বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়। তাতে উল্লেখ করা হয়, ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ঢাবি ক্যাম্পাস এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যতীত অন্য কেউ বৈধ বা লাইসেন্সধারী অস্ত্র বহন করতে পারবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার সর্বসাধারণের জন্য ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টা পর্যন্ত সীমিত থাকবে।

মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন ৮ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪টা থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পূর্ণ দিবস বন্ধ থাকবে। তবে শাহবাগ ও সচিবালয় স্টেশন ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা ভোট কেন্দ্রে আসতে পারবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশদ্বার ও ভোট কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচয় পত্র, হল পরিচয় পত্র (আবাসিক, দ্বৈতাবাসিক ও অনাবাসিক) গ্রন্থাগার পরিচয় পত্র, পে-স্লিপ (শুধু প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী) যে কোনো একটি পরিচয় পত্র ব্যবহার করতে পারবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচয় পত্র QR Code scanning-এর মাধ্যমে Verified DUCSU Voter Confirmation প্রদর্শন করবে। ভোটার নম্বর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সার্ভারে ভোটার যাচাই করা যাবে।

The Daily Tribunal

No security threats on campus ahead of DUCSU polls: DMP commissioner

Desk Report

Dhaka Metropolitan Police (DMP) Commissioner Sheikh Mohammad Sajjat Ali yesterday said there is no security threat on the Dhaka University campus ahead of the DUCSU election.

"The campus has remained secure over the past 10 days, and it will remain so tomorrow as well. Our security measures will be in place until 6:30 pm on September 10. If necessary, the duration will be extended. And till now there is no security threat ahead of the DUCSU polls," he said. The DMP commissioner made the remarks this afternoon (Monday) at a press conference in the TSC area of Dhaka University. Noting that steps have been taken to ensure security on the campus, Sajjat Ali said, "We have prohibited carrying of licensed firearms on campus from 8 pm tonight (Monday) until 12 pm on September 11." "The entire campus is under a security blanket. Law enforcement is within your reach. If anyone is found violating the law, they must be handed over to the authorities," he added.

He further assured that the DUCSU election will be held in a peaceful and secure environment. "I assure everyone that there will be no untoward incidents today," he added.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

কালের কণ্ঠ

ডাকসু নির্বাচন ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা ডিএমপির

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনুরোধে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। এ ছাড়া গতকাল সোমবার একাধিকবার পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ক্যাম্পাস পরিদর্শন করতে দেখা গেছে। এ সময় তাঁরা নিরাপত্তা বিষয়ে শতভাগ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

দেখা গেছে, শাহবাগ, টিএসসি চত্বর ও নীলক্ষেত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশপথে পুলিশের চেকপোস্ট। চেকপোস্টের মাধ্যমে যান চলাচল সীমিত করার পাশাপাশি বহিরাগত ও পথচারীদের তল্লাশি করা হচ্ছে। ক্যাম্পাসে একাধিক টহল পুলিশের গাড়ি চলাচল, পোশাকধারী পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকে পুলিশ ও গোয়েন্দা সদস্যদের উপস্থিতি ছিল। টিএসসি চত্বরের পাশে করা হয়েছে অস্থায়ী পুলিশ কন্ট্রোলরুম।

বিকেলে ক্যাম্পাস পরিদর্শনে আসেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। পরিদর্শন শেষে টিএসসির পাশে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচন ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর নিরাপত্তাব্যবস্থা যথেষ্ট জোরদার থাকবে। বর্তমানে এখানে এক হাজার ৭৭১ জন পুলিশ সদস্য নিরাপত্তায় নিয়োজিত আছেন। মঙ্গলবার (আজ) থাকবে দুই হাজার ৯৬ জন। র‍্যাব, বিজিবিসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যও থাকবেন।

তিনি জানান, এই নিরাপত্তাব্যবস্থায় আটটি চেকপোস্ট, মোবাইল প্যাট্রল, বিশেষায়িত টিম, সোয়াট টিম ও সাদা পোশাকে ডিবি সদস্যরা থাকবেন। পুরো ক্যাম্পাস সিসি ক্যামেরার নজরদারির আওতায় থাকবে। তিনি বলেন, কেউ নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না। অবাঞ্ছিত লোকদের পুলিশে দেবেন।

এ সময় ডাকসুতে বিভিন্ন পদপ্রার্থী সাইবার হামলার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন, এসব কর্মকাণ্ডে জড়িতদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।

দুপুরে ক্যাম্পাস পরিদর্শনে এসে সংবাদ সম্মেলন করেন ডিএমপি রমনা বিভাগের ডিসি (অপারেশন) মোল্লা আজাদ। তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচনকে ঘিরে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে। এখন পর্যন্ত কোনো বিশৃঙ্খলার সংবাদ পাওয়া যায়নি।

পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী, গতকাল সকাল ৬টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই নিরাপত্তা কার্যক্রম শুরু হয়। বিকেল ৪টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মেট্রো রেল স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়। আজ সারা দিন স্টেশনটি বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া গতকাল রাত ৮টা থেকে ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিকল্প পথ ব্যবহারের নির্দেশ : ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে আজ শাহবাগ, হাইকোর্ট, নীলক্ষেত, শহীদুল্লাহ হল ও পলাশী মোড় এলাকায় যান চলাচল বন্ধ রেখে বিকল্প রাস্তা ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর। তবে অ্যাম্বুল্যান্স ও জরুরি পরিসেবা এই ডাইভারশনের আওতামুক্ত থাকবে বলে দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন আজ। ভোটকেন্দ্রে প্রস্তুত বুথ। গতকাল কার্জন হলে। ছবি : কালের কণ্ঠ

নয়া দিগন্ত

প্রতীক্ষিত ডাকসু নির্বাচন আজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডাকসু নির্বাচন হয়েছে ৩৭ বার

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর নির্বাচন ৭ বার

- ১৯৭২-৭৩
- ১৯৭৯-৮০
- ১৯৮০-৮১
- ১৯৮২-৮৩
- ১৯৮৯-৯০
- ১৯৯০-৯১
- ২০১৯-২০

ডাকসু নির্বাচন ২০২৫

পদ ২৮

প্রার্থী ৪৭১

নারী প্রার্থী ৬২

ভোটকেন্দ্র ৮

ভোটার প্রায় ৪০ হাজার

- ১৮টি হলে ২৩৪টি পদের জন্য লড়ছেন এক হাজার ৩৫ জন প্রার্থী
- শিক্ষার্থীদের ভোট দিতে হবে মোট ৪১টি

● ঢাবি প্রতিনিধি

আজকের দিনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হবে। দীর্ঘ ছয় বছরেরও বেশি সময়ের বিরতির পর অবশেষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত টানা আট ঘণ্টা চলবে ব্যালটের এই যুদ্ধ। ভোটগ্রহণ শেষে নির্বাচন কমিশন তাৎক্ষণিকভাবে গণনা শুরু করবে এবং নবাব নওয়াব আলী সিনেট অডিটোরিয়ামে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

এই নির্বাচন কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই নয়, দেশের জাতীয় রাজনীতির জন্যও দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ডাকসু থেকে উঠে আসা নেতৃত্ব ভবিষ্যতে দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকেও প্রভাবিত করে।

এ বছর ডাকসুর ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৪৭০ জন প্রার্থী। এর মধ্যে নারী প্রার্থী আছেন ৬২ জন। সহসভাপতি (ভিপি) পদে ৪৪ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৯ জন, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ২৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ৬২ জন নারী প্রার্থীর মধ্যে ভিপি পদে পাঁচজন, জিএস পদে একজন, এজিএস পদে চারজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

১৮টি হলের প্রতি হল সংসদে ১৩টি করে মোট ২৩৪টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এক হাজার ১০৮ জন। নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৭৭৫ জন। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ২০ হাজার ৮৭৩ জন এবং ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯০২ জন। আটটি কেন্দ্রের ৮১০টি বুথে প্রত্যেক ভোটারকে ডাকসু ও হল সংসদের মোট ৪১টি পদে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে। প্রার্থীর নামের পাশের বর্গাকৃতির ঘরে ক্রস চিহ্ন আকার মাধ্যমে ভোট দিবেন ভোটাররা। আটটি কেন্দ্রের ৮১০টি বুথে চলবে ভোটগ্রহণ। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ঢাবি ■ ২য় পৃ: ৪-এর কলামে

ডাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা ■ নয়া দিগন্ত

ঢাবির মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রদলের সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আবিদুল ইসলাম ■ নয়া দিগন্ত

ডাকসু নির্বাচনে চলছে প্রস্তুতি ■ নয়া দিগন্ত

প্রতীক্ষিত ডাকসু নির্বাচন

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি প্রবেশপথে বসানো হয়েছে নিরাপত্তা চৌকি। ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, মোবাইল পেট্রোল, ডগ স্কোয়াড, বিশেষায়িত টিম, বোম এক্সপোজাল ইউনিট, সোয়াত টিম, ডিবি (সাদা পোশাকে), সিসিটিভি মনিটরিং সেল, স্ট্রাইকিং রিজার্ভ নিয়োজিত রয়েছে।

নির্বাচন ঘিরে বেশ চাপে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কোনো প্রকার অঘটন সামাল দিয়ে একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করা, ভোট গণনা স্বচ্ছ করা, ফলাফল ঘোষণার পর কোনো প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সৃষ্টি হলে তা সামাল দেয়া ও সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বর্তমান প্রশাসনের জন্য যেন অগ্নিপরীক্ষা। তফসিল ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন প্রার্থীর আচরণবিধি লঙ্ঘন, সাইবার বুলিংসহ নানান অভিযোগ সামাল দিয়ে এ পর্যন্ত আসাটা কমিশনের বড় সার্থকতা।

এ দিকে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে কোনো ধরনের গুজবে কান না দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভোটকেন্দ্রে আসার আহ্বান জানিয়েছেন এই নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। তিনি বলেন, 'গুজব একটি সামাজিক ব্যাধি। কোনো ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু চার দিকে গুজব ছড়িয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের নির্বাচনকে ঘিরে কোনো ধরনের গুজবে কান না দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'

এলইডি স্ক্রিনে দেখা যাবে ভোট গণনা-ফলাফল : ভোটগ্রহণ শেষে ভোট গণনা করা হবে অপটিক্যাল মার্ক রিকগনিশন (ওএমআর) মেশিনে। প্রত্যেক কেন্দ্রের বাইরে এলইডি স্ক্রিনে ফলাফল গণনা প্রদর্শিত হবে। প্রত্যেক কেন্দ্রের ফলাফল সেখানেই ঘোষণা করা হবে, পাশাপাশি স্ক্রিনেও দেখা যাবে। সবশেষে সিনেট ভবন মিলনায়তনে সব কেন্দ্রের মোট ফলাফল ঘোষিত হবে। তবে এর আগেই সব কেন্দ্রের ফলাফল যোগ করে যে কেউ মোট ফলাফল বের করতে পারবেন।

নির্বাচনে প্রতি ভোটারের জন্য একটি করে ছয় পৃষ্ঠার ওএমআর ফর্ম ব্যবহার হবে। এর মধ্যে পাঁচ পৃষ্ঠা কেন্দ্রীয় সংসদ এবং এক পৃষ্ঠা হল সংসদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। এতে প্রার্থীদের নাম, ব্যালট নম্বর, পদবির নাম এবং ভোট দেয়ার জন্য নির্ধারিত ঘর থাকবে। ভোটগ্রহণ শেষে ভোট গণনা হবে ১৪টি অত্যাধুনিক স্ক্যানিং মেশিনে।

ভোটারদের সুবিধার্থে চলবে চক্রাকার শাটল : শিক্ষার্থীরা যেন আজ নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে বিশেষ চক্রাকার শাটল সার্ভিস চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ভোটারদের সহজ যাতায়াত নিশ্চিত করতে আজ সকাল ৭টা ৪৫ মিনিট থেকে বিকেল ৩টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত শাটল সার্ভিস চলবে।

ডাকসু নিয়ে সর্বাত্মক প্রস্তুতি রয়েছে : ঢাবি ভিসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও উৎসবমুখর করতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। সোমবার বিকেলে ডাকসু নির্বাচন কমিশন অফিসের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ১১ মাসের দীর্ঘ প্রস্তুতি, হাজারো শিক্ষার্থীর আকাঙ্ক্ষা আর নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আমরা আজ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। ডাকসুকে ঘিরে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, প্রক্টরিয়াল টিম, বিএনসিসি, ভলান্টিয়ার টিমসহ সবাই মাঠে রয়েছে। তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সাংবাদিকরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

প্রার্থীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনারা একে-অপরের প্রতি সহনশীল হোন। হার-জিত যাই হোক, আমাদের মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে বড় কোনো সঙ্ঘাত সৃষ্টি হয়। যদি তবুও কেউ আইন ভঙ্গ করে তবে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার জাল ডিএমপির : ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু রাখতে ও ক্যাম্পাসের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। তারই লক্ষ্যে আগামীকাল ২০৯৬ জন পুলিশ, ডগ স্কোয়াড, সোয়াত টিম, বিশেষায়িত টিম, সাদা পোশাকধারী ডিবি পুলিশ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো: সাজ্জাদ আলী। তিনি বলেন, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই।

তিনি বলেন, বর্তমানে ঢাকা মেট্রোপলিটন থেকে ইউনিফর্মধারী ১,৭৭১ জন নিয়োজিত আছেন, আগামীকাল তা বেড়ে হবে ২০৯৬ জন। এর বাইরে সাদা পোশাকে ডিবি, র‌্যাব ও বিজিবির সদস্যরা থাকবেন। ডিএমপি কমিশনার শেখ মো: সাজ্জাদ আলী বলেন, আজ (সোমবার) রাত ৮টা থেকে ১১ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা পর্যন্ত লাইসেন্সধারী ব্যক্তিরাও অস্ত্র বহন করতে পারবেন না। আমি আমার ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এই নির্দেশনা জারি করলাম।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কা নেই : চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা

ডাকসু নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন ডাকসু প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। সোমবার বিকেলে ডাকসু নির্বাচন কমিশন অফিসের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক ভালো। কোনো ধরনের শঙ্কা আমরা দেখছি না। ভোটগ্রহণ সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলবে। যদি ৪টার সময় ও কেউ ভোটকেন্দ্রের সামনে অবস্থান করে তাদের ও সুযোগ দেয়া হবে। এবারের নির্বাচন হবে একটি মডেল নির্বাচন, যা বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করতে পারে এমন দৃষ্টান্ত ঢাবি শিক্ষার্থীরা সৃষ্টি করবে।'

শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষার্থী সবাই যেন ভোট দিতে আসে তাদের প্রতি সেই অনুরোধ থাকবে। আমরা আটটি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথ স্থাপন করেছি। আমরা অংশীজনের সহযোগিতা চাই। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে আমরা সব অংশীজনের সহায়তা চাই।'

সাইবার বুলিংয়ের জবাব ব্যালটের মাধ্যমে দিতে হবে : আবিদুল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেছেন, যারা রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে না পেরে সাইবার বুলিংয়ের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে চায়, তাদের ব্যালটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রতিহত করবে। গতকাল দুপুরে মধুর ক্যান্টিনের সামনে সাইবার অ্যাটাক নিয়ে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, আমরা ৫ আগস্টের পরে সুস্থ রাজনীতি চর্চা করতে গিয়ে অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছি। আমাদের পথচলা ক'দিনের না। ২০১৬ সাল থেকে আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে এখানে এসেছি। দেশের স্বাধীনতা ও শিক্ষার্থীদের প্রশ্নে কখনো আপস করিনি, অন্যায় মেনে নেইনি। ৫ আগস্টের পর একই নোংরামির শিকার হতে হবে এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

আবিদ আরো বলেন, আমরা কখনো পেছন থেকে আঘাত করার চেষ্টা করিনি। যোগ্যতার বিরুদ্ধে যোগ্যতা, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ রাজনীতি করে এসেছি। এখন একদল রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে একটি গোষ্ঠী সাইবার অ্যাটাকের পথ বেছে নিয়েছে। মিথ্যার শক্তিতে কেউ বিভ্রান্ত হবেন না। সত্যের জয় সুনিশ্চিত। আগামীকাল ঝড়, বৃষ্টি বা প্রতিকূল পরিস্থিতি হোক না কেন আপনারা ভোটকেন্দ্রে আসবেন।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সমীকরণ : এবারের নির্বাচনে মোট ২৮টি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪৭১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে ভিপি পদে ৪৫, জিএস পদে ১৯ এবং এজিএস পদে ২৮ জন লড়ছেন। সবশেষ প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী, ডাকসু নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ৩৯ হাজার ৬৩৯ জন শিক্ষার্থী।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এবারের ডাকসু নির্বাচন শুধু ক্যাম্পাস রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি জাতীয় রাজনীতিতেও বড় প্রভাব ফেলতে পারে। এবারের নির্বাচন ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের মধ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হলেও তাদের সমর্থক শামীম নামের একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভিপি পদে নির্বাচন করছেন। এ ছাড়া বামপন্থী শিক্ষার্থী সংগঠন, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ, ছাত্রঅধিকার পরিষদ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও মাঠে সক্রিয়।

আলোচিত প্রার্থীরা : ভিপি পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত আবু সাদিক কায়েম, ছাত্রদল সমর্থিত আবিদুল ইসলাম খান, স্বতন্ত্র প্রার্থী উমামা ফাতেমা, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের আবদুল কাদের এবং ছাত্র অধিকার পরিষদের বিন ইয়ামিন মোল্লা আলোচনায় আছেন। জিএস পদে আলোচনায় রয়েছেন ছাত্রদল সমর্থিত শেখ তানভীর বারী হামিম, শিবির সমর্থিত এস এম ফরহাদ, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের আবু বাকের মজুমদার ও সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদের ফাতেহা শারমিন এ্যানি।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

যুগান্তর

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষ্যে সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় মোতায়েন বিশেষ বাহিনী সোয়াত সদস্যরা যুগান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের সামনে সোমবার সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম যুগান্তর

আমার দেশ ০৯-০৯-২৫

নির্বাচনের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে সোমবার ডিএসসিতে কথা বলেন ডিএমপি কমিশনার শেখ সাজ্জাত আলী © আমার দেশ

সংবাদ সম্মেলনে সোমবার কথা বলছেন ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান © আমার দেশ

দৈনিক বাংলা

বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা অবসানে কাজ করবে ইউজিসি ও ইউএন উইমেন

করপোরেট ডেস্ক

দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা অবসানে যৌথভাবে কাজ করবে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও ইউএন উইমেন।

ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ- এর সঙ্গে ইউএন. উইমেনের তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাতে এ কথা জানানো হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ইউজিসিতে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ইউজিসি সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, প্রফেসর ড. মাছুমা হাবিব, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আইয়ুব ইসলাম, ইউজিসি'র আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জেসমিন পারভীনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশ নেন। ইউএন উইমেনের ডেপুটি কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ নবনীতা সিনহা, প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা সাদিয়া তাসনীম ও তোসিবা কাশেম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নবনীতা সিনহা বলেন, দেশের পাবলিক প্লেস, গণপরিবহণ, কর্মক্ষেত্র ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যৌন হয়রানি ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা অবসানে তিন বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় নারীদের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র, নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও আচরণ পরিবর্তন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

নবনীতা সিনহা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যৌন হয়রানি ও জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা অবসানে ইউজিসির সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। শিগগিরিই এ লক্ষ্যে ইউজিসির সঙ্গে একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর করা হবে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ফায়েজ বলেন, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যৌন হয়রানি ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা অবসানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

ডাকসুর ভোট আজ

ক্যাম্পাস প্রস্তুত : শিক্ষার্থীরা নতুন নেতা নির্বাচন করবেন

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে একটি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করে সার্বিক প্রস্তুতি দেখছেন দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা। গতকাল সোমবার টিএসসিতে । প্রবা ফটো

শিক্ষাঙ্গন

হাসনাত শাহীন ও মাহরিব বিন মহসিন

শেষ হয়েছে বহুল প্রতীক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ক্ষণগণনা। কঠোর নিরাপত্তায় আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ, চলবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। তবে ৪টার আগে যারা লাইনে দাঁড়াবেন তারাও ভোট দিতে পারবেন বলে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. জসীম উদ্দিন।

এবারের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার সংখ্যা ২০ হাজার ৯১৫ এবং ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন। এই ডাকসু নির্বাচনে মোট ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪৭১ জন প্রার্থী। সহসভাপতি (ভিপি) পদে লড়ছেন ৪৫ জন এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৯ জন প্রার্থী। এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ১৮ হাজার ৯৫৯ জন আর ১৮টি হল সংসদে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন ১ হাজার ৩৫ জন। প্রতিটি হল সংসদে ১৩টি করে মোট

● এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

● গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থীদের ছবি পৃষ্ঠা ৩

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা

● থাকছে ২ হাজারের বেশি পুলিশ-র‌্যাব-বিজিবি

কোনো শঙ্কা নেই : ডিএমপি

প্রবা প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও ক্যাম্পাসের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। নির্বাচনের দিন ২ হাজার ৯৬ জন পুলিশ সদস্য, ডগ স্কোয়াড, সোয়াত টিম, বিশেষায়িত টিম, সাদা পোশাকধারী ডিবি পুলিশ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাদ আলী। গতকাল সোমবার সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ শেষে ঢাবির টিএসসিতে ডিএমপির অস্থায়ী পুলিশ কন্ট্রোল রুমের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন নিয়ে নিরাপত্তার কোনো শঙ্কা নেই জানিয়ে ডিএমপি কমিশনার সাজ্জাদ আলী বলেন, বহুল আলোচিত ডাকসু নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এক সপ্তাহ ধরে পুলিশি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ১০ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল থাকবে। প্রয়োজনে তা আরও বাড়ানো হবে। ডিএমপির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮টি চেকপোস্ট চালু আছে, কেন্দ্র-কেন্দ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, মোবাইল প্যাট্রোল, ডগ স্কোয়াড, বিশেষায়িত টিম, বম্ব এক্সপোজাল ইউনিট, সোয়াত টিম, ডিবি (সাদা পোশাকে),

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ডাকসু নির্বাচনে সেনাবাহিনীর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই

সেনা সদরের ভাষ্য

প্রবা প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এ নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে বলে কিছু মহল থেকে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। মূলত এ ধরনের গুজব ছড়িয়ে কোনো লাভ হবে না। গতকাল সোমবার দুপুরে ঢাকা সেনানিবাসের অফিসার্স মেস 'এ'-তে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ডাকসুর ভোট আজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পদের সংখ্যা ২৩৪। ডাকসু ঘিরে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সেজন্য কঠোর নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রয়েছে ঢাবি ক্যাম্পাস। কেবল ভোটের দিন ঢাবি ক্যাম্পাসে নিয়োজিত থাকবেন ডিএমপির ২০৯৬ জন পুলিশ সদস্য। এ ছাড়া র‍্যাব, বিজিবিসহ অন্যান্য বাহিনীর সদস্যরাও থাকবেন বলে জানান ডিএমপি কমিশনার শেখ সাজ্জাত আলী।

সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় প্রার্থীরা

প্রজেকশন মিটিংয়ের আবেদন না করেই হল প্রশাসনের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ করেছেন স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী শামীম হোসেন। রবিবার নিজস্ব ফেসবুক ওয়ালে এক পোস্টের মাধ্যমে হল প্রশাসনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন শামীম হোসেন। তবে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, হল প্রশাসনে প্রজেকশন মিটিংয়ের জন্য তাদের পক্ষ থেকে কোনো আবেদনই জমা পড়েনি। আবেদন না করেই মিথ্যা অভিযোগে হতভম্ব হল প্রশাসন।

শামীম হোসেন তার ফেসবুক পোস্টে লিখেন, 'মৈত্রী হলে আমরা আবেদন করেও হল থেকে অনুমোদন পাইনি। ফলে যেতে পারিনি। আপুদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।' হল প্রশাসন অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, হল অফিসে এ-সংক্রান্ত কোনো আবেদনই জমা পড়েনি।

এ বিষয়ে হলটির প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মাহবুবা সুলতানা বলেন, যিনি এমন অভিযোগ করছেন, আমরা উনার আবেদনটা হল অফিসে পাইনি। উনার আবেদনটা হল অফিসেই পৌঁছায়নি। এ বিষয়ে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই।

এদিকে ফেসবুক আইডি ডিজেবল হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল মনোনীত ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম। এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আগেই সাইবার অ্যাটাকের শঙ্কা করেছিলাম। সেই শঙ্কাই সত্যি হলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বের হওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় দেখলাম ফেসবুক আইডি ডিজেবল হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, ফেসবুক আইডি দিয়ে আমরা নির্বাচনের প্রচার চালাচ্ছিলাম। তা প্রচুর মানুষের কাছেও পৌঁছাচ্ছিল। রাজনৈতিকভাবে আমাদের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে একটি পক্ষ এই সাইবার অ্যাটাক চালিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এই নির্বাচনে ভিপি পদে জুলিয়াস সিজারের প্রার্থিতা বাতিলই থাকছে। ভিপি পদে প্রার্থিতা ফিরে পেতে জুলিয়াস সিজার তালুকদারের করা রিট সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। এবারের ডাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে জুলিয়াস সিজার প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু সিজারের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়ে অভিযোগ ট্রাইব্যুনালে জমা পড়ে। গত ২৪ আগস্ট ট্রাইব্যুনাল জুলিয়াস সিজারের প্রার্থিতা বাতিলের সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত দেন। সেই সুপারিশই বহাল থাকল আদালতে।

এদিকে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' প্যানেলের প্রার্থীদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে সাইবার হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী এসএম ফরহাদ।

সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানান তিনি। পোস্টে ফরহাদ লেখেন, 'আমাদের প্যানেলের প্রার্থীদের আইডিগুলোতে ক্রমাগত সাইবার হামলা করা হচ্ছে। কয়েকজন প্রার্থীর আইডি ইতোমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে। বেশ কিছু আইডি একটু পরপরই লগআউট হয়ে যাচ্ছে।'

ভোটকেন্দ্রগুলো : এবারই প্রথমবারের মতো হলের বাইরে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এবার ১৮টি হলের জন্য ভোটকেন্দ্র রয়েছে আটটি। মোট বুথের সংখ্যা ৮১০।

কোথায় কারা ভোট দেবেন : ১. কার্জন হল কেন্দ্র : এই কেন্দ্রের অধীনে থাকবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল, অমর একুশে হল ও ফজলুল হক মুসলিম হল। ২. শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র : এর অধীনে থাকবে জগন্নাথ হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হল। ৩. ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র : এই কেন্দ্রের অধীনে থাকবে রোকেয়া হল। ৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্র : এই কেন্দ্রের অধীনে থাকবে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব হল। ৫. সিনেট ভবন কেন্দ্র : এই কেন্দ্রের অধীনে থাকবে স্যার এ এফ রহমান হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ও বিজয় একাত্তর হল। ৬. উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র : এর অধীনে থাকবে সূর্যসেন হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও কবি জসীমউদ্দীন হল। ৭. ভূতত্ত্ব বিভাগ : এর অধীনে থাকবে কবি সুফিয়া কামাল হল। ৮. ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ : এই কেন্দ্রের অধীনে থাকবে শামসুন নাহার হল।

থাকছে যেসব নির্দেশনা

ভোটগ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ডাকসু নির্বাচন কমিশন। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ভুয়া কার্ড দিয়ে ভোট দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তিন ধরনের চেকিংয়ের পর ভোট দিতে হবে শিক্ষার্থীদের।

আরেক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যতীত অন্য কেউ তার বৈধ বা লাইসেন্সধারী অস্ত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাস এলাকার মধ্যে বহন করতে পারবেন না। কেউ বহন করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

এ ছাড়া ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গতকাল সোমবার রাত ৮টা থেকে আগামীকাল বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথ (শাহবাগ, পলাশী, দোয়েল চত্বর, শিববাড়ি ক্রসিং, ফুলার রোড, উদয়ন স্কুল ও নীলক্ষেত) সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ আইডি কার্ডধারী শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রবেশ করতে পারবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত ও জরুরি সেবায় নিয়োজিত যানবাহন (অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার, রোগী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সাংবাদিক ও ফায়ার সার্ভিসের যানবাহন) ব্যতীত অন্য কোনো যানবাহন ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না।

সিসিটিভির সামনে ভোট গণনা

নির্বাচন কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভোট গণনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতের জন্য প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের বাইরে এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে সরাসরি দেখানো হবে। এ ছাড়া ভোটগ্রহণের আগে সাংবাদিকদের সামনে ফাঁকা ব্যালট বাক্স সিলগালা করা হবে।

এ ছাড়া ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের মোবাইল ফোন-ব্যাগসহ একাধিক জিনিস বহনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়।

এ-সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ব্যাগ, মোবাইল ফোন, স্মার্টওয়াচ, যেকোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, পানির বোতল ও তরল জাতীয় কোনো পদার্থ নিয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।

আরেকটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ক্যাম্পাসের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কোনো ধরনের শঙ্কা বা সংশয় নেই। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শঙ্কা নিয়ে কোনো ধরনের গুজবে কান না দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রথমবারের মতো ব্রেইলে নেওয়া হবে ভোট

এবারের ডাকসু নির্বাচনে 'প্রতিরোধ পর্ষদ' থেকে সদস্য পদে প্রার্থী হয়েছেন জন্মগত দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করা মো. তফসিরুল্লাহ। তিনি ছাড়াও আরও দুজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবার ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা আছে– এমন ভোটার আছেন ৩০ জন।

এসব প্রার্থী ও ভোটারের কথা বিবেচনায় নিয়ে প্রথমবারের মতো ব্রেইলে ব্যালট পেপার তৈরি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন উদ্যোগ এবারই প্রথম।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধতা মোকাবিলা করা শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল ব্যালট তৈরির দায়িত্বে ছিলেন ডাকসু ভোটের রিটার্নিং কর্মকর্তা শারমীন কবীর।

ভিসির ভিডিওবার্তা

দীর্ঘ ৬ বছর পর আবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। নানা জল্পনা-কল্পনা শেষে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হবে। এ নিয়ে গতকাল সোমবার বিকাল পৌনে ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান।

তিনি বলেছেন, 'প্রার্থীদের জয়-পরাজয় মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। জয়-পরাজয় থাকবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিজয়ী এবং বিজিত; উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।'

প্রার্থীদের উদ্দেশে উপাচার্য বলেন, 'সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে এ পর্যায়ে এসেছি পরস্পরের হাত ধরে। এখন বাকি পথটুকু আমরা খুব স্বচ্ছন্দে পার হতে পারব বলে বিশ্বাস করি।'

তিনি বলেন, 'যেহেতু নির্বাচন প্রক্রিয়া; কিছু প্রার্থী জিতবেন, কিছু প্রার্থী জিতবেন না। জয়-পরাজয় থাকবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিজয়ী এবং বিজিত; উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। গণতান্ত্রিক একটি প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয়করণ বা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে আপনি আপনার ভূমিকা পালন করবেন। বহু বছর আমরা ঐতিহাসিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।'

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপাচার্য বলেন, 'ডাকসু তোমরা চেয়েছ; গভীরভাবে প্রত্যাশা করেছ; গণঅভ্যুত্থানের মৌলিক মূল্যবোধগুলোর সঙ্গে এটি সংগতিপূর্ণও। গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য সমন্বিত একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভয়েস তৈরি করার জন্য এটা জরুরি। গুরুত্বপূর্ণ এসব মূল্যবোধকে তুলে ধরার জন্য তোমাদের অনুষ্ঠান ডাকসু নির্বাচন। নির্ভয়ে তোমরা ভোট দিতে আসবে, আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি।'

ডাকসুর নির্বাচন কর্মকর্তারা নিরপেক্ষ উল্লেখ করেন তিনি বলেন, 'যারা রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে রয়েছেন, তারা বিভিন্নজন বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ। তবে সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তারা নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখছেন। আমরা এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে ভোট গণনা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেব। ব্যাপক সংখ্যক সাংবাদিক থাকবেন। তারা মনিটরিং করবেন।'

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সিসিটিভি মনিটরিং সেল, স্ট্রাইকিং রিজার্ভ ফোর্স থাকবে। বর্তমানে ঢাকা মেট্রোপলিটন থেকে ইউনিফর্মধারী ১ হাজার ৭৭১ জন নিয়োজিত আছেন, আগামীকাল (আজ) তা বেড়ে হবে ২ হাজার ৯৬ জন। এর বাইরে সাদা পোশাকে ডিবি, র‌্যাব ও বিজিবির সদস্যরা থাকবেন।

এদিকে নির্বাচন উপলক্ষে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে ডিএমপি। গতকাল সোমবার রাতে ডিএমপি কমিশনার স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও ডাইভারশন প্রদান করা হবে। ডাইভারশন থাকবে শাহবাগ ক্রসিং, হাইকোর্ট ক্রসিং, নীলক্ষেত ক্রসিং, শহীদুল্লাহ হল ক্রসিং ও পলাশী ক্রসিং। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখী যানবাহনকে ভেতরে প্রবেশ না করে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। তবে অ্যাম্বুলেন্স ও জরুরি পরিষেবা এই নিয়মের বাইরে থাকবে।

অন্যদিকে সোমবার ডিএমপি কমিশনার স্বাক্ষরিত অপর এক গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্স (অর্ডিন্যান্স নং-III/৭৬)-এর ২৮(১) ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় ৮ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা থেকে ১১ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা পর্যন্ত সব ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক বহন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ছাত্রদল : আবিদুল ইসলাম ও তানভীর হাসিম

শিবির : সাদিক কায়েম ও এসএম ফরহাদ

বাগছাস : আব্দুল কাদের ও আবু বাকের

স্বতন্ত্র : উমামা ফাতেমা ও আল সাদী ভূঁইয়া

প্রতিরোধ পর্ষদ : তাসনীম ইমি ও মেঘমল্লার বসু

ডাকসু নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থীরা

আজকের ডাকসু নির্বাচনে সবার চোখ পাঁচটি প্যানেলের দিকে। ছবিতে ধারাবাহিকভাবে প্যানেলগুলোর ভিপি ও জিএস প্রার্থীরা

ডাকসু নির্বাচনে সেনাবাহিনীর কোনো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মিলিটারি অপারেশনস ডিরেক্টরেটের কর্নেল স্টাফ কর্নেল মো. শফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কোনো মব সহ্য করা হবে না।

দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর কার্যক্রম নিয়ে নিয়মিত ব্রিফিংয়ের অংশ হিসেবে গতকাল এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর কার্যক্রমের পাশাপাশি সম্প্রতি বিভিন্ন ইস্যুতে মব ভায়োলেন্স নিয়ে কথা বলে সেনা সদর।

ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সামাজিক মাধ্যমে নানা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে- এটা বন্ধ করতে সেনাবাহিনী কোনো পদক্ষেপ নেবে কি না এবং আগামীকালের (আজ মঙ্গলবার) ভোট যেন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়- সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনী কী ভূমিকা রাখবে প্রশ্ন করা হলে মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, এর আগেও আমরা আইএসপিআরের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বলেছি, ডাকসু নির্বাচনের সঙ্গে সেনাবাহিনীর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তবুও কিছু স্বার্থন্বেষী মহল প্রপাগান্ডা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই প্রপাগান্ডা করে খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না। এই নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করছে, আমরা সকলের মঙ্গল কামনা করি।

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে মব নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মিলিটারি অপারেশন পরিদপ্তরের কর্নেল মো. শফিকুল ইসলাম বলেন মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কোনো মব সহ্য করা হবে না 'মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের আগেও যেভাবে আমরা সশ্রদ্ধ সম্মান করেছি, আজও করি এবং ভবিষ্যতেও করব।'

বারবার হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও আইনশৃঙ্খলার অবনতি প্রসঙ্গে কর্নেল শফিকুল ইসলাম বলেন, 'আপনারা জানেন, বিগত এক বছরের বেশি সময় ধরে আমরা ধৈর্য এবং অত্যন্ত পরিশ্রমের সঙ্গে দেশের সরকার এবং জনসাধারণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আইনশৃঙ্খলার উন্নতি বা রক্ষা করা সেনাবাহিনীর কাজ নয়। আমাদের যে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দেওয়া হয়েছে, তার মাধ্যমে আমরা গ্রেপ্তার, আটক এবং হস্তান্তর করতে পারি। কোনো আইনি প্রক্রিয়ায় সাজা দিতে পারি না। সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সমন্বিতভাবে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সবাই একসঙ্গে কাজ করলে ভবিষ্যতে আইনশৃঙ্খলা আরও ভালো হবে বলে আশা করছি।'

জাতীয় নির্বাচনে দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে কর্নেল স্টাফ মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, সরকার বা অফিসিয়ালি এখনও এই বিষয়ে জানানো হয়নি। তারপরও সেনাবাহিনী অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি রেখেছে। নির্বাচন কমিশন যেভাবে নির্দেশনা দেবে, সেভাবেই সেনাবাহিনী দায়িত্ব পালন করবে।

সেনাবাহিনী জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতির কোনো বার্তা পেয়েছে কি না প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত আমরা নির্বাচন কমিশন থেকে ফরমাল কোনো নির্দেশনা পায়নি। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা প্রস্তুতি অবশ্যই রয়েছে। আমাদের নির্বাচন কমিশন থেকে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে আমরা তা পালন করব।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কর্নেল মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে। প্রায় ৮০ শতাংশ হারানো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান চলছে। অস্ত্র উদ্ধার হলে গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে সহযোগিতা করবে। মবের বিষয়েও তিনি জিরো টলারেন্স নীতির কথা বলেছেন। যেখানে যখন মব হয়েছে, সেখানে সেনাবাহিনী দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে।

The New Nation

Let the DUCSU elections be a positive example in practicing democracy

THE much-awaited Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) and Hall Sangsad elections are going to be held today. These elections are taking place during the interim government, which has instilled new confidence and hope among the students. It is hoped that this election will be held in a festive mood. After the fall of fascist regime, students will vote in a free environment without fear.

This time, changes have been made to the voting booths of DUCSU. Earlier, there were booths inside the hall, but this time the booths have been brought outside the hall. As a result, this year's election will be free from the influence of fear, intimidation, and pressure. It is expected that there will be CCTV cameras in each booth, which will also help in making the vote fair.

There are six strong panels in the discussion in this election - Chhatra Dal, United Students Alliance (Shibir), Anti-Discrimination Student Organization, Resistance Council, Independent Student Unity and DUCSU for Change. Almost all panels have also highlighted their inclusive nature by nominating women and visually impaired candidates.

In DUCSU and Hall Sangsad, a voter will have the opportunity to cast a total of 41 votes. The total number of voters is 39,775. The number of female voters is 18,902, which is 47.52 percent of the total votes. A total of 471 candidates are contesting for 28 posts.

Whatever the reason, a large section of students are reluctant to accept the dictatorship and the mass room-guest room culture of the banned student organization Chhatra League in the past. That is likely to be a major issue in this election. Students want to bring Dhaka University out of the politics of oppression in the public rooms and guest rooms. All those who have run in the elections are making that promise. Still, the shadow of the country's mainstream politics, whether in name or in name, remains over the student organizations in the elections.

The personal reputation of the candidate and the activities of the candidates will influence the decision of the voters. They can vote selectively for the big positions, the positions they want, because not everyone may be interested in choosing candidates for 41 positions and voting for all of them within their attention or familiarity range.

We expect that DUCSU election will become a positive example not only for the campus but also for the democratic culture of the country. New leadership will be developed, and the path to protecting the rights of students will be strengthened.